স্ফটিক বাড়ি ও অন্যান্য গল্প

এশরার লতিফ

জলছবি প্রকাশন

স্ফটিক বাড়ি ও অন্যান্য গল্প

এশরার লতিফ

জলছবি প্রকাশন

স্ফটিক বাড়ি ও অন্যান্য গল্প
এশরার লতিফ

দ্বিতীয় প্রকাশ
বইমেলা, ২০২০
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, ২০১৮
এক রঙা এক ঘুড়ি

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
এশরার লতিফ

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন
বাড়ি নং ৪৩/৯/৪, শ্যামলী হাউজিং (তৃতীয় তলা)
ব্লক 'বি', সড়ক নং ৬, শেখেরটেক
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
Email : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN : 978-984-94524-8-5

মূল্য ৩০০ টাকা

পরিবেশক
ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

Copyright @ Author
SFOTIKBARI O ONNANO GOLPO
a collection of stories by **Eshrar Latif,** cover designed by **Eshrar Latif,**
2nd edition published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon,
Dhaka, Bangladesh in February 2020

All rights reserved under the International and National Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced in any form or by any means without permission in writing from Eshrar Latif or from the publisher AKM Nasiruddin Ahmed of Jalchhabi Prokashon, Dhaka, Bangladesh.

Price: 300 Taka

উৎসর্গ

আব্বা ও আম্মাকে

সূচিপত্র

পার্থিব	৯	৮৫	শ্বাপদসঙ্কুল
স্বর্গাদপী গরীয়সী	১৭	৯৪	অরুন্ধতী
পতন	২৫	১০২	স্ফটিক বাড়ি
সন্ধ্যে নামার পর	৩৩	১০৯	মর্নিং ওয়াক
লক্ষ যোজন দূরে	৪২	১১৬	তৃতীয় দিন
থাকে শুধু অন্ধকার	৫১	১২৪	গ্রে'জ অ্যানাটমি
শিক্ষক, তক্ষক	৬০	১৩৩	হঠাৎ নীরার জন্য
সখী, ভালবাসা কারে কয়	৬৯	১৩৮	রূপান্তর
এক রাত্রি	৭৭	১৪২	একটা নতুন জীবন

পার্থিব

১

হাসপাতালের একটা গন্ধ আছে, স্যাভলন আর ফিনাইল মেশানো। গন্ধটা নাকে এলেই আমার নিঃশ্বাস আটকে আসে, গা গুলিয়ে যায়। বুকের ওপর মৃত্যুর একটা বিরাট ভার অনুভব করি। আমি বিয়েতে যাই, জন্মদিনে যাই, আকিকায় যাই, এমন কি মুসলমানিতেও। কিন্তু হাসপাতালে না। আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন দিনরাত প্রচুর ভাত আর প্রক্রিয়াজাত গরু-মহিষ গলাধঃকরণ করে হয় হৃদরোগ নতুবা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। কেউ রক্ত-শর্করাজনিত ঘা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়, কেউ হৃদযন্ত্রের ভাল্ব আটকে সিসিইউতে মটকা মেরে পড়ে থাকে। আমি খবর পাই কিন্তু দেখতে যাই না। এরা ক্ষুব্ধ হয়। আড়ালে-আবডালে 'বেয়াদব-বেয়াড়া' জামাইকে নিয়ে অনেক কথা বলে। বিয়েতে, জন্মদিনে, আকিকায় 'দুধের মাছি' কিংবা 'বসন্তের কোকিল' উপমাগুলো বর্শার ফলার মত কান ঘেঁষে তীব্র বেগে ছুটে যায়। আমি পাত্তা দেই না।

কিন্তু আজ হাসপাতালে না গিয়ে উপায় নেই। সকাল এগারোটা তিরিশে আমাদের ফার্মের মিটিং চলছিল। আগামী সপ্তাহ থেকে নতুন অ্যাপার্টমেন্টের নির্মাণ আরম্ভ হবে। আর্কিটেক্ট, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, প্রজেক্ট ম্যানেজার, কন্ট্রাকটর এদের সবাইকে একত্র করা হয়েছে। শেষবারের মত কাজের ক্রমগুলো এক সুতোয় গাঁথা কি-না তার যাচাই চলছে। টেবিলের ওপর গাদাগাদা নকশার স্তূপ। আমি যখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পাইপলাইনের একটা নাজুক মোচড়ে লাল কালির গোল্লা বসাচ্ছি, ঠিক সে সময় নীলার ফোন এলো। ওকে যত দ্রুত সম্ভব অফিস থেকে ওঠাতে হবে। তারপর পান্থপথের কোন একটা হাসপাতালে যাওয়া লাগবে। সব কথা ফোনে বলা যাবে না। আমি যেন হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে আসি।

নীলার ফোন পেয়ে মনে মনে নিভে গেলাম। ঘণ্টাখানেক পর মধ্যাহ্ন বিরতি।

ধানমন্ডি সাতাশ নম্বরে একটা নতুন বুফে রেস্টুরেন্ট খুলেছে। কথা ছিল সামিয়ার সঙ্গে সেখানে দেখা করব। কিন্তু সেই সম্ভাবনা এখন সম্পূর্ণ তিরোহিত। আমি মিটিং রুম থেকে বের হয়ে সামিয়াকে ফোন করলাম। ওর ফোন বন্ধ দেখে চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমি জানি সামিয়া ঘড়ি ধরে ঠিক বারোটা পঁয়তাল্লিশে রেস্টুরেন্টে যাবে। আমার জন্য প্রয়োজন হলে এক-দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করবে।

সামিয়ার স্কুল আমাদের অফিস থেকে সাত-আট মিনিটের হাঁটা পথ। ওদের উপবৃত্তাকার নতুন ভবনটা আমাদেরই নির্মাণ করা। ভবনের উদ্বোধনী দিনে আমি অগ্নিনিরাপত্তা আর তাপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ওপর পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপন করেছিলাম। আমার রসকষহীন বক্তব্যের পর গানের টিচার সামিয়া আহমেদ গেয়েছিল অতুলপ্রসাদের গান, 'আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর, ওগো অনেক দিনের পর।' আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ওর গান শুনেছিলাম। সেই মুগ্ধতা ডালপালা মেলে আজ আকাশস্পর্শী।

প্রথম যৌবনে শরৎ-রবীন্দ্রনাথ পড়ে বেড়ে ওঠায় কারণেই কি-না জানি না, আমার কাছে ভালোবাসা এখনো অধরা মাধুরী–একটা আবছায়া স্বপ্ন যেন। এই অপার্থিব অনুভূতির সাথে শরীরকে টেনে আনা যেন অতি কুৎসিত এবং ঘিনঘিনে একটি ব্যাপার। আমি জানি, দেশ একটা ক্রান্তিকালের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। অন্তর্জালের কল্যাণে ভালোবাসা আর জৈবিক চাহিদার সীমারেখা আজ অবলুপ্ত। কিন্তু আমি কখনোই এই ভোগসর্বস্ব দলের অন্তর্গত হতে পারিনি। এ কারণে সামিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা শুধুই হার্দিক।

আমার তমসাঘন জীবনে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত সামিয়ার আবির্ভাব। কিন্তু ওর নিজের জীবনে একটা গাঢ় বিষাদের ছায়া আমি আঁচ করি। মাঝে মধ্যে দেখি সামিয়ার চোখের নিচে কালির ছাপ, মেকাপের আড়ালে আঘাতের আভাস। জানতে ইচ্ছে করে, বাসায় অশান্তি হচ্ছে কি-না, স্বামী কী করেন। ও নিজে থেকে না বললে আমি উপযাচক হয়ে কিছু জিজ্ঞেস করি না। একে অপরের শরীরের দখল নেবার কিংবা ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খবরদারির কোন ইচ্ছেই আমাদের নেই।

সামিয়ার কথা আমি ভুলেও কাউকে বলিনি। শুধু পারভেজ ভাইকে হালকা আভাস দিয়েছিলাম। পারভেজ ভাই ধার্মিক মানুষ। অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'রাশেদ, তুমি মিড লাইফ ক্রাইসিসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছ। হুটহাট করে কিছু করে বসো না। পারলে নামাজ পড়ার চেষ্টা করো। ওটা এক ধরনের মেডিটেশন। আর কিছু না হোক, মনটা প্রশান্ত হবে। মনে ঝড় নিয়ে বড়-বড় শিল্প হয় কিন্তু এঞ্জিনিয়ারিং হয় না।'

পারভেজ ভাইয়ের পরামর্শ আমাকে ভাবিত করে। আমি আমার দাম্পত্য জীবনকে আয়নার সামনে দাঁড় করাই। নীলা ছিল বাবার বাছাই করা মেয়ে। আমি

বাবার বাধ্যগত সন্তান। সমকোণের দুই রেখা যেমন শুরুতে একই বিন্দুতে থাকে, বিয়ের প্রথম ছ'মাস আমি আর নীলাও একে অপরে বিলীন ছিলাম। কিন্তু দিন যত গেছে, কৌণিক দূরত্ব ততই সুস্পষ্ট হয়েছে। বিভেদ-বিসংবাদ তিক্ততার রূপ নিয়েছে।

আমি জানি না জীবন-মধ্যাহ্নের সংকট কী জিনিস, জানার আগ্রহও নেই। শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, সাত বছরের বিবাহিত জীবনে কখনো প্রশান্তি অনুভব করিনি। সংসারের শান্তি যদি ধ্যান আর আরাধনার মাঝে খুঁজে নিতে হয়, তবে আমি তাবলিগে গেলাম না কেন? সন্যাসব্রত নিলাম না কেন?

আমি যখন এত কথা ভাবছি তখন নীলার ফোন এলো, 'তুমি কি রওনা হয়েছো, না-কি এখনো ভ্যাবলার মত অফিসেই বসে আছ?'

২

এতো নামি-দামী হাসপাতালেও যে এমন ভিড় হয় জানা ছিল না। আইসিইউ'র সামনে পিঁপড়ের সারির মত লম্বা লাইন। প্রতিবার তিনজন করে দর্শনার্থী মুখোশ-টুখোশ পরে ভেতরে যাচ্ছে আর তিনজন করে বেরুচ্ছে। এই গতিতে চললে আমাদের ডাক আসতে কম করে হলেও পৌনে একঘন্টা লাগবে। গাড়িতে বসে নীলা বলেছে, ওদের অফিসের কুদ্দুস ভাই মৃত্যুশয্যায়, সুইসাইড অ্যাটেম্পট। কিন্তু এর বেশি খোলাসা করেনি। শুনে আমার মেজাজ আরও খারাপ হয়েছে। ও কোন কলিগকে নিয়ে এলেই তো পারতো, এর ভেতর আমাকে জড়ানোর কী দরকার? আমাকে যখন-তখন ড্রাইভারের মত ব্যবহার করা ওর অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিরক্ত মুখে নীলাকে বললাম, 'নিচ থেকে হাওয়া খেয়ে আসছি।' নীলা একটা কোম্পানির আকাউন্ট্যান্ট, হিসেব ভালো বোঝে। আমার এসব টুকিটাকি হাওয়ার কারবার ওর মাথায় ঢোকে না। তাই জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না।

হাসপাতালের গেটে এসে একটা ফাইভ-ফাইভ ধরালাম। তারপর সামিয়াকে ফোন করলাম। এই মুহূর্তে সংযোগ দেয়া সম্ভব না। ও কি ফোনে চার্জ দিতে ভুলে গেছে? আমি জানি ওর প্রায়শই এমনটি হয়। একবার ভাবলাম ওর স্কুলে ফোন করি। আবার মনে হলো সেটা ভালো হবে না। রিসেপশনিস্ট এটা-সেটা অযাচিত প্রশ্ন করবে, কিছু একটা বুঝে নিয়ে এদিক-সেদিক কানকথা ছড়াবে।

সামিয়া হয়তো এখনো বুফেতে আমার জন্য অপেক্ষা করছে অথবা মন খারাপ করে স্কুলে ফিরে গেছে। পরেরবার দেখা হলে ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলতে হবে। সিগারেট শেষ করে যেই ভাবলাম একটা ব্যাখ্যামূলক টেক্সট পাঠিয়ে রাখি, ঠিক সেই সময় নীলার ফোন এলো, 'কোথায় তুমি, তাড়াতাড়ি আসো।'

আমি লিফটে করে তেতালায় এসে দেখি নীলা চোয়াল শক্ত করে দাঁড়িয়ে

আছে।

নীলার পেছন-পেছন কুদ্দুস ভাইয়ের কেবিনে ঢুকে তাজ্জব হয়ে গেলাম। সাদা ধবধবে বিছানার উপর কুদ্দুস ভাইকে ভাসমান নভোচারীর মত লাগছে। একটা মানুষের শরীরে যে এত যন্ত্রপাতি আর নল বসানো থাকতে পারে, সেটা আমার ধারণায় ছিল না। এরা কি বেশি পয়সা খাওয়ার লোভে ওনাকে খনন করছে, নাকি বহুদিন হাসপাতালে আসি না বলে আমিই সেকেলে হয়ে গেছি?

কুদ্দুস ভাইয়ের বাঁ-হাতের কব্জিতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। খাটের পাশে একজন নার্স স্যালাইনের ব্যাগ বদলাচ্ছে। নীলা নার্সকে জিজ্ঞেস করল–

'ওনার কী অবস্থা? বাঁচবেন?'

'হাতে চারটা স্টিচ লেগেছে। দু'ব্যাগ রক্ত দেয়া হয়েছে। পেশেন্ট আপনার কে হন?'

নার্সের পাল্টা প্রশ্ন বোধহয় নীলার ভালো লাগেনি। ও কোন উত্তর দিল না। নার্সও কোন সম্ভাষণের ধার না ধরেই কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলো।

আমি নীলাকে বললাম,

'চিন্তা করো না। তোমার কুদ্দুস ভাইয়ের মৃত্যুর কোন আশঙ্কা নাই।'

'কেন?'

'উনি বোধ হয় প্রচুর হলিউডি মুভি দ্যাখেন।'

'মানে কী?'

'সিনেমায় কব্জিকাটার সুইসাইড দৃশ্যে সবাই ব্লেড টানে হাতঘড়ির বন্ধনী বরাবর। তারপর চোখ বুজে বাথটাবে পড়ে থাকে। এর নান্দনিক আবেদন হয়তো বেশি কিন্তু এটা একটা ক্লাসিক মিস্টেইক। নিরানব্বই ভাগ নবিশরা এই ভুলটাই করে। কুদ্দুস ভাইও করেছেন।'

'কোন ভুলটা?'

'এই যে হাতঘড়ির বন্ধনী বরাবর রগ কাটা।'

'বুঝলাম না।'

'নিয়ম হলো, ডোন্ট কাট অ্যাক্রস, কাট ডাউন।'

নীলা এবার ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকালো। ও বুঝতে পারছে না আমার আপ্তবাক্যগুলো গুরুত্ব নাকি লঘুত্বসহকারে নেবে। আমি বললাম, 'প্রথমে হাতটা মেঝের সমান্তরালে এমনভাবে রাখতে হবে যেন হাতের তালুর দিকটা উপরে থাকে। তারপর কব্জি থেকে কনুইয়ের মাঝামাঝি যেতে হবে। সেখান থেকে শিরা